OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 10
Website: https://tirj.org.in, Page No. 75 - 79
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, published on October 2024, Page No. 75 - 79
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

বৌদ্ধ কাহিনির অনুষঙ্গ : রবীন্দ্রনাথের ‘মস্তক বিক্রয়’

ড. শান্তনু প্রধান
অতিথি অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
বাজকুল মিলনী মহাবিদ্যালয়
Email ID : pradhansantanu89@gmail.com

Received Date *21. 09. 2024*
Selection Date *17. 10. 2024*

Keyword
Mahavastu Karvani, Translation, Memoirs, Evocative poem.

Abstract
Rabindranath is a world-renowned poet with diverse talents. He was also known as an essayist, novelist, story writer and dramatist. Rabindranath's work has had an impact on all branches of literature. With the touch of Rabindranath's brilliance, any subject in human thought becomes luminous. His originality and uniqueness are unparalleled. It fascinates, amazes, excites. One such wonderful poem of Rabindranath is 'Katha'. Which was published in 1900. An evocative poem in this anthology is 'Head Sale' ('Katha': 21st Kartika,1304). The origin of this narrative poem is from the 'Ajnat kaundilyajatakam' belongingto the third volume of the original Buddhist Mahavastu contribution. It should be mentioned that Rabindranath was not familiar with the original 'Mahabastu Karvani' because he did not know the Pali language. He was familiar with Rajendra Lal Mitra's (The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal [Calcutta -1882]) short English translation from Pali. Rajendra Lal Mitra's translation tell sthe story of 'Ajnat kaundilya' in the eighth volume of the book. In the second paragraph of that Story, there is talk of the rivalry between Kosalaraja and Kashiraja, in the memoirs of Ajnatkaundilya's previous birth. As a result of that conflict, the song of self-sacrifice, forgiveness and prem-dharma of gentleman began.

Discussion

রবীন্দ্রনাথের হীরকোজ্জ্বল প্রতিভার স্পর্শে মানবিক চিন্তন-মননে যে-কোনো বিষয় জ্যোতির্ময় হয়ে ওঠে। বিশ্ববন্দিত প্রতিভার অধিকারী রবীন্দ্রনাথ মূলত কবি। প্রাবন্ধিক, ঔপন্যাসিক, গল্পকার, নাট্যস্রষ্টা প্রভৃতি তাঁর বিচিত্রমুখী প্রতিভার গৌন পরিচয়। তবে সাহিত্যের যে-কোনো শাখাতেই রবীন্দ্রনাথের অবাধ সঞ্চরণ। তাঁর মৌলিকতা ও অনন্যতা কোথাও ঢাকা পড়ে না। তা মুগ্ধ করে বিস্মিত করে, উদ্দীপ্ত করে। রবীন্দ্রনাথের এই রকমই এক বিস্ময়কর কাব্যগ্রন্থ হল ‘কথা’। যেটি ১৯০০ সালে প্রকাশিত। এই কাব্যগ্রন্থের এক উদ্দীপ্তকর কবিতা ‘মস্তক বিক্রয়’ (‘কথা’-২১ কার্তিক, ১৩০৪)। এই আখ্যান কবিতাটির উৎস মূল বৌদ্ধ ‘মহাবস্তু অবদানে’র তৃতীয় খণ্ডের অন্তর্গত ‘অজ্ঞাতকৌণ্ডিল্যজাতকম্’ থেকে। প্রসঙ্গত বলা দরকার রবীন্দ্রনাথ পালি ভাষা না জানার জন্য মূল ‘মহাবস্তু অবদান’[১] গ্রন্থটির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না। তিনি পরিচিত ছিলেন রাজেন্দ্রলাল মিত্রের [The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal (Calcutta -1882)] পালি থেকে সংক্ষিপ্ত ইংরেজি অনুবাদ

গ্রন্থটির সঙ্গে। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের অনুবাদ[২] গ্রন্থের অষ্টম সংখ্যায় 'অজ্ঞাতকৌণ্ডিল্য' কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। ঐ কাহিনি দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে অজ্ঞাতকৌণ্ডিল্যের পূর্বজন্মের স্মৃতিকথায় কোশলরাজ ও কাশীরাজার পরস্পর বিদ্বেষ ও দ্বন্দ্বের কথা রয়েছে। ঐ দ্বন্দ্বের ফলশ্রুতিতে কোমল নরপতির আত্মত্যাগ, ক্ষমাগুণ ও প্রেম ধর্মের জয়গান সূচিত হয়েছে। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের বাংলা তর্জমাটি এইরূপ—

> "...এই সত্য বিষয়ে অজ্ঞাতকৌণ্ডিল্য তিন তিন বার চিন্তা করলেন এবং তাঁর দৃষ্টি সমুদ্ভাসিত হল। অতীত জন্মে একবার কুম্ভকার রূপে আবিভূর্ত হয়ে তিনি জনৈক প্রত্যেক বুদ্ধকে পিত্তরোগমুক্ত করেন এবং আশীর্বাদ লাভ করেন যে তিনিই প্রথম সুগতধর্ম গ্রহণ করবেন।"[৩]

আর এক জন্মে অজ্ঞাতকৌণ্ডিল্য ছিলেন এক ব্যবসায়ী যিনি (এক সময়) সহৃদয় ও ধার্মিক কোশলরাজ কর্তৃক বিপন্মুক্ত হন। কাশীরাজার সঙ্গে যুদ্ধে রক্তপাত এড়াবার জন্য কোশলরাজ স্বরাজ্য ত্যাগ করে স্বেচ্ছায় নির্বাসন বরণ করেন। একদা দক্ষিণাপথে ভ্রমণের সময় তিনি কোশলপথগামী, ভগ্নপোত এক বণিকের দেখা পান। এই বণিক কোশল নরপতির মহানুভবতা দ্বারা নিজের মন্দভাগ্য কাটিয়ে ওঠার প্রত্যাশা করেন। হতভাগ্য জানতেই পারলেন না যে তিনি যার সঙ্গে আলাপনরত সেই ব্যক্তিই স্বয়ং কোশল নরপতি। যার ভাগ্যও বর্তমানে তার নিজের চেয়ে কোনো অংশেই ভালো নয়। মহারাজা তৎক্ষণাৎ তার সঙ্গে নির্দয়ের মতো ব্যবহার করে আপন দুর্ভাগ্যের কথা বললেন এবং বিপন্ন কোনো মানুষের দুঃখে তিনি আর কাজে আসবেন না— একথা জানালেন। শেষ ভরসা নির্মূল হওয়ায় ভাগ্যহীন বণিক মূর্ছিত হয়ে দীর্ঘকাল অচেতনভাবে পড়ে থাকলেন।

তারপর মহানুভব নরপতির অন্তরে আশার আলো উঁকি দিল। তার মনে পড়ে গেল যে তার শিরের বিনিময়ে একটি মূল্য ধার্য করা হয়েছিল। তাই তিনি মূর্ছা থেকে সদ্যাজাগ্রত দুঃস্থ ভদ্রলোকটিকে জীবিতাবস্থায় তাঁকে বারানসীর মহারাজার কাছে ধরিয়ে দেবার জন্য প্ররোচিত করতে লাগলেন। আত্মত্যাগের এই মহৎ আদর্শ কাশীরাজকে বিমুগ্ধ করল। আপন কৃতকার্যের জন্য তিনি অনুতাপ করলেন এবং তাকে পর্যাপ্ত অর্থ দান করে পুনরায় সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করলেন।

'মস্তক বিক্রয়' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ মূল কাহিনির বিশ্বস্ত অনুসরণ[৪] করেছেন। তবে রচনাশৈলীর চাতুর্যে কাহিনিভাগে বৈচিত্র্য এসেছে। তাতে কবিতাটি অধিকতর আকর্ষণীয় ও উপভোগ্য হয়েছে উঠেছে। রাজেন্দ্রলালের কাহিনি সংক্ষেপ তাঁর মহিমান্বিত, প্রসারিত কবি কল্পনায় কবিতাটি রসবস্তুতে পরিণত হয়েছে। শুধু তাই নয়, রাজেন্দ্রলালের অনুবাদে যে সকল বিশিষ্ট অংশ এক একটি বাক্য বা বাক্যাংশে উল্লিখিত ছিল সেগুলিকে তিনি অপূর্ব শৈলীনির্মাণের রসদৃষ্টি দ্বারা সম্পূর্ণ ঘটনার সংকেত দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ কবিতার প্রথমেই কোমল যশোগাঁথা গেয়েছেন। যেটি রাজেন্দ্রলালের অনুবাদে অনুপস্থিত। কবি লিখেছেন—

> "কোশল-নৃপতির তুলনা নাই,
> জগৎ জুড়ি যশোগাথা;
> ক্ষীণের তিনি সদা শরণ-ঠাঁই,
> দীনের তিনি 'পিতামাতা।" (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *মস্তক বিক্রয়*)

কোশলরাজের প্রজাবাৎসল্য কাশীরাজের যশঃস্পৃহাকে তীব্রতর করেছে। কিন্তু যে অমূল্য সম্পদ লাভ করতে হলে হৃদয়ের ঐশ্বর্যে ধনী হতে হয়, কাশীরাজের তা ছিল না। শক্তি দিয়ে তিনি যশঃ ক্রয় করতে চান। তাই সেনাপতিকে ডেকে বলেন—

> "সেনাপতি, ধরো কৃপাণ,
> সৈন্য করো সব জড়ো।...
> স্পর্ধা বাড়িয়াছে বড়ো!" (*প্রাগুক্ত*)

যুদ্ধে পরাজিত কোশলরাজ 'ক্ষুব্ধলাজে' রাজ্য ছেড়ে দূর বনে চলে গেলেন। কিন্তু মূল 'মহাবস্তু অবদানে' ('অজ্ঞাত কৌণ্ডিল্যে') তৃতীয়বার কাশীরাজের রাজ্যলিপ্সা দেখে জনবিনাশ ও রক্তক্ষয়জনিত অধর্ম এড়াবার জন্য স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই রাজ্য ত্যাগ করে বনবাসী হয়েছিলেন। আর গর্বিত কাশীরাজ সভাসদগণের মাঝে বলতে লাগলেন—

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 10
Website: https://tirj.org.in, Page No. 75 - 79
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

"ক্ষমতা আছে যার রাখিতে ধন
তারেই দাতা হওয়া সাজে।" (*প্রাগুক্ত*)

কোশলরাজের দুঃখে প্রজাগণ হায় হায় করে উঠল। দারুণ রাহু বুঝি চাঁদকে গ্রাস করল। লক্ষ্মী কি তবে ধর্মের দিকে না তাকিয়ে বলীর বাহু খুঁজছে। প্রজাদের কান্নায় রুষ্ট কাশীরাজ জানতে চাইলেন, নগরে কেন এত শোক? তিনি তো আছেন-ই, তবুও কার জন্যে এত কান্নাকাটি! পরিশেষে সত্য উদ্ঘাটিত হল। কোশলরাজার জন্যই প্রজাদের এই আর্তনাদ! অভিমানী কাশীরাজ অন্ধ বিদ্বেষে হিংসাপরায়ণ হয়ে উঠলেন—

"আমার বাহুবলে হারিয়া তবু
আমারে করিবে সে জয়!" (*প্রাগুক্ত*)

যেই কথা সেই কাজ। তৎক্ষণাৎ মন্ত্রীকে ডেকে আজ্ঞা দিলেন—

"যে ধরি আনি দিবে কোশলরাজে
কনক শত দিব তারে।" (*প্রাগুক্ত*)

রাজদূত দিনরাত নগরের সর্বত্র মহারাজার আদেশ প্রচার করে বেড়ালেন। প্রজাদের মধ্যে যে একথা শোনে সেইই দুঃখিত-শিহরিত হয়। এই অংশেও রবীন্দ্রনাথ মূলের থেকে স্বতন্ত্রতা বজায় রেখেছেন।

রাজ্যহারা রাজা, মলিনচীন দীনবেশে গহনে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। এমন সময় জনৈক পথিক সাশ্রুনেত্রে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোথা গো বনবাসী, বনের শেষ, কোশলে যাব কোন্ মুখে?' রাজা তাকে জিজ্ঞাসা করল—

"অভাগা দেশ,
সেথায় যাবে কোন্ দুখে।" (*প্রাগুক্ত*)

পথিক জানাল যে সে একজন বণিক। তার বাণিজ্য তরী সমুদ্রে ডুবে গেছে। এখন ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা কোনো রকমে প্রাণ ধারণ করছে। কোশল পতির দয়া-দাক্ষিণ্যের খ্যাতি শুনেই প্রার্থী হয়ে সে কোশল দেশে যেতে চায়। অন্যদিকে, একদা দক্ষিণাপথে ভ্রমণের সময় তিনি কোশল পথগামী ভগ্নপোত এক বণিকের দেখা পান। এই বণিক কোশল নরপতির মহানুভবতা দ্বারা নিজের মন্দভাগ্য কাটিয়ে ওঠার প্রত্যাশা করেন।

'মস্তক বিক্রয়' কবিতার বণিকের দুর্ভাগ্যের ও প্রত্যাশার কথা শুনে দয়ার্দ্রচিত্ত কোশলরাজ অশ্রুরোধ করলেন। ক্ষণকাল নীরবে চিন্তা করে শেষে বললেন—

"এসেছ বহু দুখে অনেক দূরে,
সিদ্ধ হবে মনোরথ।" (*প্রাগুক্ত*)

তারপর কোশলরাজ বণিককে নিয়ে কাশীরাজের সভায় উপস্থিত হন। অন্যদিকে, 'মহাবস্তু অবদানে' কোশলরাজ বণিকে তার দুঃখের কথা শোনালেন এবং বিপন্ন কোনো মানুষের দুঃখে তিনি আর কাজে আসবেন না একথা জানালেন। শেষ ভরসা নির্মূল হওয়ায় ভাগ্যহীন বণিক মূর্ছিত হয়ে দীর্ঘকাল অচেতনভাবে পড়ে থাকলেন। নরপতি একটু চিন্তা করলেন এবং বণিকের জ্ঞান জাগ্রত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কোশলরাজ বণিককে নিয়ে কাশীরাজের দরবারে উপস্থিত হলেন।

কাশীরাজ সভায় সমাসীন। এমন সময় জটাধারী (কোশল-নৃপতি) সেখানে উপস্থিত হলেন। নৃপতি হেসে তাঁর আগমনের কারণ জানতে চাইলে আত্মসমর্পণকারী কোশলরাজ ধীর কণ্ঠে নিবেদন করলেন—

"আমার ধরা পেলে যা দিবে পণ
দেহো তা মোর সাথীটিরে।" (*প্রাগুক্ত*)

সভায় উপস্থিত লোক সবাই চমকে উঠল। গৃহতল হল নীরব। 'বর্ম-আবরিত দ্বারীর চোখে' অশ্রু ছলছল কাশীরাজ নিজের ভুল বুঝতে পারলেন। শক্তির দম্ভে যাঁরে রাজ্য ছাড়া করে দূরে বিতাড়িত করেছিলেন, প্রেম তাকেই আবার আপন করে পেতে চাইলেন—

"রাজ্য ফিরি দিব হে মহারাজ,
হৃদয় দিব তারি সনে।" (*প্রাগুক্ত*)

অতঃপর জীর্ণ-চীর-পরা বনবাসীকে সিংহাসনে বসিয়ে মহারাজ তাঁর মলিন শিরে মুকুট তুলে দিলেন। হিংসা-দ্বেষপরায়ণ কাশীরাজের এই আত্মোন্নতিতে পুরবাসীগণ ধন্য ধন্য করে উঠলেন।

রবীন্দ্রনাথ মহাবস্তু অবদানের ‘অজ্ঞাতকৌণ্ডিল্য’ থেকে কাহিনি গ্রহণ করলেও নিজের স্বকীয়তার বলে কাহিনিটিকে আরো নাটকীয় করে তুলেছেন। রবীন্দ্রনাথ বৌদ্ধকাহিনিজাত আখ্যান কাব্য ও নাটক-নাটিকাগুলিতে মানবপ্রেমের ধ্রুব আদর্শকেই সর্বান্তঃকরণে স্বীকার করেছেন। বৌদ্ধধর্মাদর্শে স্বীকৃত তাত্ত্বিক দিকটি সযত্নে পরিহার করে তিনি সর্বদেশে সর্বকালে শ্রদ্ধেয় সর্বজীবে ভালোবাসা-প্রেম-মৈত্রী-করুণার আদর্শকেই[৫] বাণীরূপে দান করেছেন ‘মস্তক বিক্রয়’ কবিতাটিতে। এখনেই কবিতাটির সার্থকতা।

Reference:

১. *Encyclopaedia of Buddhism, Vol-1*, Calcutta University, ১৯৯৬, পৃ. ৮২

(এই গ্রন্থ সম্পর্কে জানা যায়— “বৌদ্ধসংস্কৃত (Buddhist Sanskrit) ভাষায় রচিত বৌদ্ধগ্রন্থ নিচয়ের মধ্যে আবদান-শতকম্ সম্ভবতঃ আবদান সাহিত্যের প্রচীনতম গ্রন্থ। এ গ্রন্থের বিষয়বস্তু ও শিক্ষা তথাগত শুদ্ধ শাক্যমুনি গৌতমবুদ্ধের প্রথম প্রচারের সমকালীন বলে অনুমিত। গ্রন্থটি একশত অবদান অর্থাৎ বুদ্ধ ও বুদ্ধশিষ্যদের কুশল ও অকুশল কর্মাবলীর ফলাফল বর্ণনামূলক উজ্জীবনী কাহিনীর সংকলন। ...অবদানশতক গ্রন্থটি দশটি বর্গে বিভক্ত। প্রতিটি বর্গই আবার দশটি করে অবদান কাহিনীর সমন্বয়ে গঠিত। প্রতিটি বর্গের অবদানগুলি এক-একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে লিপিবদ্ধ।”)

২. জানা, ড. রাধারমণ, *পালি ভাষা-সাহিত্য বৌদ্ধদর্শন ও রবীন্দ্রনাথ*, প্রথম প্রকাশ, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৯৮৫, পৃ. ১২৫-১২৬

(মূল ইংরেজি অনুবাদটি এই রকম— *‘‘Ajnātakaundilya thought over noble truth for three times, and his eyes were opened. He was in one of his former existances a potter who oured a Pratyeka Buddha from a bilious disorder, and obtained form him the boon that he should be the first man to receive the religion of sugata.*

Ajnātakaundilya was in another existeuce, a merchant relieved by the amiable and virtuous king Kośola, who, to avoid bloodshed in a war with thd king of Kasi, had abdicated his kindom, and gone into a voluntary exile. While roaring in the Dakshinäpatha he happened to see a whipurecked merchant who was on his way to the king of Kaś ala, on those munificenced he counted of repairing his fallen fortunes. Little did the poor man know that he was addressing the very king of Kośāla whose fortunes were now no better than his own. The king instantly disabused him, gave him and account of his own misfortunes, and expressed his sorrow that he could no longer be useful to a man in distress. The poor merchant, disappointed at the last resort which hope had pointed out to him, fell into a swoon, and remained insensible for a long time.

But a glimpse of hope now shot through the heart of the good king. He remembered that a price had been set on his head; So he persuaded the distressed gentleman, now recovering from the effect of the swoon, to take him alive to the king of Banäres. This spirit of self-sacrifice surprised the king of Kāśi, who now repented of what he had done, and not only gave the merchant a large sum of money, but reinstated the king on his throne’’. [Mitra, Rajendra Lal, *The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal*, PP-158- 159]

৩. ঘটক, কল্যাণীশঙ্কর, *রবীন্দ্রনাথ ও সংস্কৃত সাহিত্য*, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ২০০০, পৃ. ৩০২

৪. জানা, ড. রাধারমণ, *পালি ভাষা-সাহিত্য বৌদ্ধদর্শন ও রবীন্দ্রনাথ*, প্রথম প্রকাশ, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৯৮৫, পৃ. ১২৫

৫. ড. ঘোষ, তারকনাথ, *ভারতসংস্কৃতিপুরুষ রবীন্দ্রনাথ*, প্রথম প্রকাশ, সাহিত্যলোক, কলকাতা, ১৯৯৮, পৃ. ১১৮

Bibliography:

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *কথা ও কাহিনী,* পুনর্মুদ্রণ, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ভাদ্র, ১৩৯৮